

আইনস্টাইনকে গালাগালি করলেই কি কোরান বিজ্ঞানময় হয়ে যাবে?

প্রদীপ দেব

১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর আবদুস সোবহান ভুঁইয়া একদিন ক্লাসে ঘোষণা দিলেন যে তিনি *ফিজিক্যাল কোরান* লিখতে শুরু করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এলো, *কোরান তাহলে লেখা যায় স্যার? ফিজিক্যাল কোরান! তারপর কেমিক্যাল কোরান, বায়োলজিক্যাল কোরান ইত্যাদি।* স্যার বললেন, *ইয়েস, কেন নয়? কোরান তো সকল বিজ্ঞানের উৎস।* বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিগুলোর বেশির ভাগ প্রফেসর মুক্তমনের চর্চা করেন না, করতে উৎসাহও দেননা কাউকে। আমাদের ভুঁইয়া স্যারও ব্যতিক্রম ছিলেন না একটুও। ইলেক্ট্রনিক্স ক্লাসে তিনি কোরানের বাণী শোনাতেন আর প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন যে কোরানে বর্ণিত ইলেক্ট্রনিক্সের বিপুল সম্ভার আবিষ্কার করতে পারলেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, ইলেক্ট্রনিক্সের এত উন্নতির মূল উৎস যদি কোরান হয় - তাহলে এত বেশি কোরান-চর্চা যে দেশে হয় - সেখানে আবিষ্কারের ছিঁটেফোঁটাও নেই কেন? আর সেমিকন্ডাক্টরের উন্নতির পেছনে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি - বেল ল্যাবোরেটরির উইলিয়াম শকলি, জন বারডিন - নিশ্চয় তাঁদের প্রচুর দখল এই কোরানে! আচ্ছা, বিল গেটস নিশ্চয় কোরান পড়েন নিয়মিত! সাহস করে স্যারকে এ প্রশ্ন করতেই স্যার হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ভজিতে আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, পদাধিকার বলে তিনি আমাদের পরীক্ষা কমিটির মেম্বর, আর মাস্টার্সে ৫০% নম্বর পরীক্ষা কমিটির হাতে। ভুঁইয়া স্যার তখন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড। পরলোক অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু ইহলৌকিক একাডেমিক ছমকি তো অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং আমাদের চুপ করে থাকতে হয়। আর ভুঁইয়া স্যাররা বলতেই থাকেন - যা খুশি।

এরকম স্যারের সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক। কিন্তু তাঁরা যতই বলেন কোরানে সমস্ত বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে, এ পর্যন্ত কোরান থেকে কোন বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কৃত হয়নি, কোরান গবেষণা করে কেউ বিজ্ঞানের ডিগ্রি লাভ করেন নি - এমনকি কোরান মুখস্ত করা কোন লোককে বিজ্ঞানীও বলা হয়না। ভুঁইয়া স্যারদের বিজ্ঞানের ডিগ্রি নিতে হয়েছে - বিজ্ঞান পড়েই।

২

বিজ্ঞানকে কোরানসম্মত প্রমাণ করার বা সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্রই কোরানে উল্লেখিত আছে প্রমাণ করার জন্য মুক্তমনার পাতায় উঠে পড়ে লেগেছেন মোঃ জামিলুল বাসার। এ ঘটনা নতুন নয়। শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এ প্রবণতা সাংঘাতিক রকমের বেশি। বাংলাদেশের কিছু পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষকও সুযোগ পেলেই যে একাজ করেন তা লেখার প্রথম অংশে উল্লেখ করেছি। তবে আসলেই যাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে যুক্ত তাঁরা কখনোই এরকম উদ্ভট দাবী করেন না। পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী একমাত্র মুসলমান বিজ্ঞানী আবদুস সালাম কখনোই বলেন নি যে তিনি তাঁর গবেষণার সূত্র পেয়েছেন কোরান থেকে। তাঁর কোন গবেষণাপত্রও তিনি কোরানের রেফারেন্স দেননি।

জাহেদ আহমদ ধৈর্যের সাথে সামলাচ্ছেন মোঃ জামিলুল বাসারের পাগলামি। পাগলামি বললাম, কারণ তাঁর যুক্তিগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। তাঁর লেখা থেকে একটি জিনিসই খুব পরিষ্কার বোঝা যায় - তা হলো বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। তাতে দোষের কিছু নেই। অনেক বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর - এমনকি বাংলাদেশের অনেক বিজ্ঞানের প্রফেসরেরও সঠিক ধারণা নেই বিজ্ঞান সম্পর্কে। বিজ্ঞান মুখস্ত করে পরীক্ষায় পাস করে বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে নিজেকে বিজ্ঞানী ভাবাটা যত সহজ - বিজ্ঞানের সাথে আসল যোগসূত্র স্থাপন করা তত সহজ নয়। বৈজ্ঞানিক ধারণা একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল।

৩

জনাব জামিলুল বাসারের সাথে বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন আলোচনা শুরু করার অর্থ হলো - সময় নষ্ট করা। সুতরাং আমি সেদিকে যাচ্ছি না। তাঁর সাম্প্রতিক দুটো লেখায় তিনি আইনস্টাইন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। *জাহেদ আহমদের সৌজন্যে-২* শিরোনামে লেখার ৩য় পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *খুনী আইনস্টাইন*, একই লেখার ৫ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *ইবলিস আইনস্টাইন*। *ধর্মজ্ঞানের অস্তিত্ব ও প্রয়োজন* - শীর্ষক লেখার ২য় পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *বিশ্বসম্রাসী নোবেল প্রাপ্ত আইনস্টাইন*।

জনাব মোঃ জামিলুল বাসারের প্রতি আমার বিনীত প্রশ্নঃ কীসের ভিত্তিতে আপনি আইনস্টাইনকে খুনী, ইবলিস ও বিশ্বসম্রাসী বললেন? আইনস্টাইনের গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে আপনার সত্যিকারের কোন ধারণা আছে? আইনস্টাইনের কোন লেখা কি পড়েছেন আপনি? বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনস্টাইনের চেষ্টা সম্পর্কে আপনি কোন খবর রাখেন? আপনি কি জানেন যে আইনস্টাইন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট পদ প্রত্যাহার করেছিলেন। আপনি কি জানেন যে, পারমাণবিক বোমা প্রকল্পের কোন কাজেই আইনস্টাইন অংশ নেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই জার্মানি বোমা বানানোর প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানি পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ফেলেছে খবর পেয়ে আইনস্টাইন বন্ধু লিও শিলাডের পরামর্শে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেলটকে চিঠি লিখেছিলেন পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রকল্প হাতে নেয়ার জন্য। কিন্তু শুধুমাত্র সে চিঠির ভিত্তিতেই পারমাণবিক বোমা প্রকল্প (ম্যানহাটন প্রজেক্ট) শুরু হয়নি। আইনস্টাইনকে তখনো জার্মানির চর মনে করা হতো। এফবিআই অনবরত নজরদারি করছিলো আইনস্টাইনের ওপর। বোমা প্রকল্পের ধারে কাছেও আসতে দেয়া হয়নি আইনস্টাইনকে। আর পারমাণবিক বোমায় ব্যবহৃত ফর্মুলাও আইনস্টাইনের তৈরি নয়। আইনস্টাইন ভরকে শক্তিতে রূপান্তরের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। ঐ সূত্রের প্রয়োগ প্রকৃতিতেই আছে সৃষ্টির শুরু থেকে। তার ধ্বংসাত্মক ব্যবহারের জন্য আইনস্টাইন দায়ী নন কিছুতেই। যে লেজার রশ্মি আজ পৃথিবীকেই বদলে দিয়েছে - চিকিৎসা থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে লেজার - সে লেজার তৈরি হয়েছে আইনস্টাইনের ধারণা থেকে।

৪

আইনস্টাইন সম্পর্কে সারা পৃথিবীতে সব ভাষাতেই হাজার হাজার বই প্রকাশিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। জানার ইচ্ছে থাকলে জনাব মোঃ জামিলুল বাসার বইগুলোর কোন একটি পড়ে দেখতে পারতেন। মুক্তমনার পাতাতেও প্রকাশিত হয়েছে আইনস্টাইনের জীবন ও কাজ নিয়ে লেখা বই *আইনস্টাইনের কাল*। মোঃ জামিলুল বাসার তা পড়ে দেখার দরকার মনে করেন নি। ঠিকমত না জেনেই খুনী, ইবলিস, বিশ্বসম্রাসী আখ্যা দিয়ে বসলেন আইনস্টাইনকে।

জনাব মোঃ জামিলুল বাসার যতখুশি কোরান চর্চা করুন, পৃথিবীর সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেই কোরান থেকে উদ্ভূত ধরে নিয়ে আনন্দে উদ্বাঙ্ক নৃত্য করুন - আমার তাতে আপত্তি নেই। (সত্যিকারে এসব বিশ্বাস করলে পারমাণবিক বোমাও কোরান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ধরে নেয়া যায়!)। কিন্তু দয়া করে ভালোভাবে না জেনে আইনস্টাইনের মত মানুষের গায়ে *খুনী*, *ইবলিস*, *বিশ্বসম্রাসী* ইত্যাদি শব্দের ময়লা লাগানোর চেষ্টা করবেন না। তাতে আইনস্টাইনের বিশালত্ব একটুও কমবে না, বরং আপনার ক্ষুদ্রত্ব আরো বাড়বে।

০১ সেপ্টেম্বর ২০০৬

ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া